32

তারিখ 15 AUG 1991
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি হলে সশস্ত্র হামলা, সংঘর্ষে আহত ৩৫

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল ভোরে দু'দল ছাত্রের সশস্ত্র সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩৫ জন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে আটজনের অবস্থা আশংকাজনক। মারাত্মক আহত আটজনের মধ্যে ছ'জন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে বলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। ইসলামী ছাত্র শিবির অভিযোগ করেছে আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগ (শা-অ) এই হামলা চালিয়েছে। খবর নিজস্ব সংবাদদাতার।

একটি সূত্র জানায়, সকাল সোয়া ছ'টার দিকে ৫০/৬০ জন তরুণের একটি দল কাটা রাইফেল এবং অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহজালাল হল, শাহ আমানত হল এবং সোহরাওয়ার্দী হলে হামলা চালালে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ তিনটি হলেই বেশিরভাগ শিবির কর্মী বাস করে। হামলাকারীরা হল তিনটির ফটকে এসে অবস্থান নিলে শিবির কর্মীরা বারান্দা এবং ছাদের ওপর থেকে তাদের প্রতিরোধ করে। সংঘর্ষের সময় প্রায় ২ শ' রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হয়েছে। প্রায় দেড় ঘন্টার সংঘর্ষে দু'পক্ষই কাটা রাইফেল, বন্দুক, পাইপগান ও রিভলবারসহ বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহার করেছে।

সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের ফতেহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয়গামী দু'টি শাটলট্রেনে কিছু অজ্ঞাত পরিচয় সশস্ত্র যুবক হামলা করে। এখানে কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে। এদের বেশিরভাগই শিবিরের কর্মী। অন্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, ট্রেনে আক্রমণের সময় ৮/১০ রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হয়েছে।

দু'টি সংঘর্ষে মারাত্মক আহতদের সবাইকে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সমর্থক হিসেবে সনাক্ত করা হয়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় যাদেরকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তারা হলেন একরামুল হক (আমানত হল) এম,এ শেষ পর্ব, ইসলামের ইতিহাস; বেলায়েত হোসেন কাজল (আমানত হল) সম্মিলিত ছাত্রঐক্যের আহবায়ক, তৃতীয় বর্ষ সন্মান, লোক প্রশাসন; খলিলুর রহমান (শাহজালাল হল) এম,এ শেষ বর্ষ, প্রাণিবিদ্যা এবং শহীদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি ছাত্র শিবির (শাহজালাল হল) শেষ পর্বের ছাত্র, ইতিহাস। এ ছাড়াও ফতেহাবাদে আহত শিবির কর্মীরা হলেন আবু সাদেক, ২য় বর্ষ রাজনীতি বিজ্ঞান; মোহম্মদ ইয়াহিয়া, ২য় বর্ষ বাংলা; শামসুল আলম এবং নাসের।

সংঘর্ষের সময় টহল পুলিশদের নিষ্ক্রিয় দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এইচ আই লতিফীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলো। অন্যদিকে পুলিশ বলেছে, বন্দুক যুদ্ধের সময় তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এ রকম কোনো নির্দেশ পায়নি। সংঘর্ষের পর ক্যাম্পাস এলাকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সংঘর্ষের পর গতকাল চাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের একনম্বর গেটে এক প্রতিবাদ সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন মঙ্গলবার রাতে শিবিরকর্মিরা ছাত্রঐক্যের কর্মিদের আবাসিক হল থেকে বের করে দিয়েছে। তারা শিবিরের এ ধরনের আচরণ ও ক্যাম্পাসে সংঘর্ষের নিন্দা করেন, অপরাধীদের গ্রেফতার ও শাস্তি দাবি করেন

ইসলামী ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ চত্বরে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার প্রতিবাদে সমাবেশ করেছে। সমাবেশে তারা ছাত্রলীগকে (শা-অ) হামলার জন্যে দায়ী করেছে।